REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর

সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ১০ আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে

বড় বড় বিজ্ঞাপনের দর কার্য্যালয়ে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ব্লক বিজ্ঞাপন দাতাকে নিজে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞপন দাতাগণের নিকট পরেও বিল করিয়া মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে বার্ষিক মূল্য প্রদান করিবেন পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর জঙ্গিপুর সংবাদ পাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি যে সংখ্যায় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার, ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

৭ম বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ৭ই বৈশাখ বুধবার ১৩২৮ ইংরাজী 20th April 1921. { ৩৬শ সংখ্যা।

দর্পণ সাক্ষাতেই রমণীর সৌন্দর্য্য প্রতীয়মান হয়।

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গভূমে—বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠগুণই ইহার কারণ।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক-আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

মহিলাকুলের সোহাগের অনুরাগ। কেশরঞ্জন বস্ত্র-বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থমন্য হয়েন।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শত্রু মরামাস ও খুস্কি নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ।৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৸০ বার আনা। ডজন ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুধাময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্ট" রমণীরক্ষ হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" প্রভৃতি ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি	...	১॥০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল	...	।৵০ নয় আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিদের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুস্বর্ণাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এণ্ড কোংর

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

মূল্য বৃদ্ধি! মূল্য বৃদ্ধি!!

আগামী ১লা এপ্রিল ১৯২১ হইতে হিলিংবামের মূল্য বৃদ্ধি করা হইবে। নিম্নে বিশেষ বিবরণ দেখুন।

হিলিংবাম

গত ২৭ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমানে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা-যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমণ করিতে পারে না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমরা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এল, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, সি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এল,আর, সি, এস, এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—গত ইউরোপীয় যুদ্ধের বৎসর ১৯১৪ হইতে সকল জিনিষের দাম ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। তদুপরি সম্প্রতি আবার সরকার বাহাদুরের আজ্ঞায় আমদানী শুল্কের হার অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে। এই সকল কারণে হিলিংবামের মূল্য অল্প পরিমাণে বাড়াইতে হইবে। অতঃপর হিলিংবামের মূল্য হইবে বড় ৩৲; মাঝারি ২।০ ও ছোট ১৸০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

স্যাঙ্গো

স্বঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ, গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অনেকেরই অনেক কষ্ট পাইতেছেন—তাহার উপর মুখে গরম পড়িয়াছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত প্রভৃতি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫॥০

ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

৭ই বৈশাখ বুধবার ১৩২৭ সাল।

লালগোলার রাজা বাহাদুরের পীড়া।

লালগোলার রাজাবাহাদুর এই বৃদ্ধ বয়সে নিউমোনিয়া রোগাক্রান্ত হইয়াছেন —শুনিয়া আমরা একটু চিন্তিত হইয়াছিলাম। যাহা হউক কয়েকদিন ভুগিয়া রাজা বাহাদুর আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। বৃদ্ধ রাজা বাহাদুর ভিন্ন জঙ্গিপুর মহকুমায় আর দাতা নাই। তিনি যত দিন জীবিত থাকিবেন তত দিনই লালগোলার ও জঙ্গিপুর মহকুমার গৌরব ও লাভ।

তামাদী আরজী।

অন্যান্য বৎসর খাজানা ও অন্যান্য দাবির মোকদ্দমা চৈত্র মাসান্তে যত দাখিল হয় এবারে জঙ্গিপুর চৌকীতে তদপেক্ষা কম মামলা রুজু হইয়াছে। সত্য হইলে মঙ্গলের কথা বটে।

বসন্ত ব্যাধি।

গত মাঘ মাসে কোন কোন গ্রামে এই দুরন্ত দুশ্চিকিৎস্য রোগ দেখা গিয়াছিল। এখনও এই ব্যাধি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। নূতন নূতন আক্রমণের সংবাদ প্রায়ই পাওয়া যাইতেছে। দফরপুর নামে জঙ্গিপুরের নিকটস্থ একটী গ্রামে এমন বাড়ী নাই যে বসন্ত রোগ হয় নাই।

আম্র ফল।

এবারে এতদঞ্চলে আম জন্মায় নাই বলিলেই হয়। অধিকাংশ বৃক্ষেই কচি পাতা দৃষ্ট হইতেছে। টক খাইবার জন্য কাঁচা ছোট আম পয়সায় একটী করিয়া বিক্রয় হইতেছে। পাকা আমের না জানি কি দর হইবে। অনেক লোক আম্রের সময় আমের ব্যবসা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এবারে তাহাদের সে ব্যবসায় মারা পড়িল বলিয়া বোধ হয়।

ধোপার ধর্ম্মঘট।

সে দিন জঙ্গিপুরের এক জন ধোপা ধুলিয়ান যাইতেছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে "ধুলিয়ানে একটী রজক সভা বসিবে তাহাতে প্রতিজ্ঞা করা হইবে যে কোন ধোপা বিলাতী কাপড় ধোলাই করিতে পারিবে না, করিলে সে একঘ'রে হইবে।"

রঘুনাথগঞ্জ শ্মশান ঘাটে অসুবিধা।

জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জের শ্মশানঘাট দুটীই মিউনিসিপ্যালিটীর সম্পত্তি। জঙ্গিপুরের পারের শ্মশান ঘাটে কথনই কোন বন্দোবস্ত নাই। ওপারে মরা পোড়াইতে হইলে শবদাহকারীগণকে হয় বাড়ী হইতে কাঠ আনিতে হয় নতুবা রঘুনাথগঞ্জের পার হইতে কাঠ লইয়া যাইতে হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর মুসলমানেরা এই ঘাট ইজারা লইত। এ বৎসর একজন পশ্চিম দেশীয় ছত্রি উক্ত ঘাট ইজারা লইয়াছে। মুসলমান ইজারাদারগণ রঘুনাথগঞ্জ শ্মশান ঘাটের টিনের ঘরের নিকট শবদাহনের কাঠ রাখিত বর্ত্তমান ইজারাদার ঘাট হইতে বহুদূরে কাঠ রাখিয়াছে। তাহাতে শববাহকগণের যে কি পরিমাণ কষ্ট হইতেছে তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহ অনুমান করিতে পারে না। ১০।১৫ ক্রোশ এমন কি তদপেক্ষা দূরবর্ত্তী স্থান হইতে এ ঘাটে মরা আমদানী হইয়া থাকে। মরা বহিয়া আনিতেই বাহকগণ আধমরা হইয়া পরে, তাহার উপর যদি অতদুর হইতে কাঠ বহিতে হয় তাহা হইলে তাহাদের কষ্টের অবধি থাকেনা। মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষ কি এদিকে একবার দৃষ্টি করিবেন?

ইলেক্‌সনের মামলা।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচনের মামলা মুর্শিদাবাদের পালা শেষ হইয়াছে। রায় এখনও গেজেট না হইলেও ফস্কাইয়া আগেই বাহির হইয়াছে। বোধ হয় অনেকেই শুনিয়াছেন। এইবার বীরভূমের পালা আরম্ভ হইল। অনেক দিন পূর্ব্বেই বীরভূমের মামলা আরম্ভ হইত কিন্তু অন্যতম বিচারক সজনীকান্ত সিংহের মৃত্যু হওয়ায় বিলম্ব হইল। মৃত বিচারকের পরিবর্ত্তে রায়পুরের মিঃ প্রফুল্লচন্দ্র সিংহ বার এট্ ল নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু এই বিচারক নিয়োগেও আপত্তি হইয়াছে। এই আপত্তির বিচার ভার বীরভূমের জজ দে সাহেব করিবেন। ইহাতেও নানা জনে নানা কথা বলিতেছে। বীরভূমের কাগজে প্রকাশ যে বাদী মৃত্যুঞ্জয় বাবুর সহিত জজ সাহেবের বন্ধুত্ব আছে বলিয়া লোকে কানাঘুসা করিতেছে। এ ইলেকসনে হইল গোলযোগ, বিচারক নিয়োগে আপত্তি আবার আপত্তির বিচারেও আপত্তি। বিপত্তি কম নয়। নিষ্পত্তি করায় এখনও ঢের সময় লাগিবে। একেই বলে বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা।

নাপিত সভা।

গত পূর্ব্ব মঙ্গলবার কলিকাতা বৈঠকখানা বাজারে নাপিতগণের এক সভা হইয়াছে। প্রায় পাঁচ হাজার নাপিত একত্র সমবেত হইয়াছিল। সভায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে তাহারা আর এক আনার কম দাড়ি কামাইবেনা ও দুই আনার কমে চুল ছাঁটিবেনা। আবার সকলে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে কেহ কোন মাতালকে এক দম স্পর্শ করিবে না।

ফিন্ কয়েদী ভাগল্‌বা।

গত ৬ই এপ্রিল সিরাজগঞ্জ জেলখানা হইতে বেলা দুইটার সময় ৩৫ জন কয়েদী পলায়ন করিয়াছে। মোটে ৬ জন ধরা পড়িয়াছে। বাকীগুলি বেমালুম সট্‌কান।

(উদ্ধৃত।)

কাইজার পত্নীর মৃত্যু।

প্যারিস নগরের ৯ই এপ্রেলের সংবাদে প্রকাশ, হলাণ্ডের অন্তর্গত উট্রেচ জেলার ডুর্ণ নামক স্থানে ঐ দিন প্রত্যুষে কাইজার পত্নী পরলোক গমন করিয়াছেন।

গত ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২এ অক্টোবর কাইজারপত্নী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার শৈশব কালে তাঁহার পিতা মাতার উপর দিয়া অনেক দুর্ব্বিপাকের ঝড় বহিয়া গিয়াছিল। এক সময় তাঁহারা এমন অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন যে, জীবিকারই কোন সংস্থান ছিল না। তিনি তাঁহার ভ্রাতা এবং ভগিনীদের সহিত সাধারণ লোকের মত সরল জীবন যাপন করিতেন। শৈশবে এই সব দুঃখে কষ্টে পড়িয়াছিলেন বলিয়া কাইজার পত্নী করুণাপরায়ণা ছিলেন; পরের দুঃখে তিনি কাতর হইতেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রুসিয়ার রাজকুমারের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। কাইজারের বয়স তখন ২১ বৎসর। জর্ম্মাণীর সম্রাট ফ্রেডারিক এবং তাঁহার পত্নী ও বিসমার্কের ইচ্ছা হয় যে, মেয়েটীর সহিত কুমারের বিবাহ ঘটে, কিন্তু তাঁহারা উভয়ের মনের গতি লক্ষ্য করিতে থাকেন। ব্যবস্থা করিয়া কাইজার-পত্নী যে গ্রামে থাকিতেন, সেই গ্রামে প্রিমকেণোতে কুমার উইলহেম্‌কে কিছু দিনের জন্য রাখা হয়। শিকারের একটা অজুহাত দিয়া কুমারকে প্রিমকোণোতে পাঠান হয়। ইহার পর হইতে রাজকুমার উইলহেমের সহিত কুমারী সেলস্-উইগ হো'সেলিনের প্রত্যহ দেখা সাক্ষাৎ ঘটিত। কুমার উইলহেম বার্লিনে ফিরিয়া আসিয়া সেলস্ উইগহোসলিনকে বিবাহ করিবার অভিপ্রায় পিতা মাতাকে জানান। কাইজার পত্নী ঘর গৃহস্থালীর কাজ লইয়া থাকিতে ভাল বাসিতেন। সন্তান-সন্ততি এবং স্বামীর সেবাই তাঁহার জীবনের ঈপ্সিত ছিল। তিনি রাজনীতিক ব্যাপার কিম্বা রাজকীয় উৎসবাদিতে বড় একটা মিশিতে চাহিতেন না।

বহরমপুরে জলাভাব।

—:০:—

আছে গরু না বয় হাল।
তার দুঃখ চিরকাল।

বহরমপুর সহরে রাস্তার ধারে ধারে কিয়দ্দূর অন্তর অন্তর জলের কল আছে, ধনী গৃহস্থগণের বাড়ীতেও জলের কল লইয়াছেন, কিন্তু এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মে মাত্র এক ঘণ্টা কোন দিন দুই ঘণ্টার বেশী কলে জল পাওয়া যাইতেছে না। মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষ বলেন কয়লার অভাবে জল তোলা ইঞ্জিন চলেনা সেই জন্য জল সরবরাহ কঠিন হইয়াছে। যাহাদের কয়লা না হইলেই চলিবেনা তাঁহাদের পূর্ব্ব হইতেই তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত ছিল। 'ন কূপ খননং যুক্তং প্রদীপ্তে বহ্নিনা গৃহে।' করদাতাগণের এই জলকষ্ট অনুভব করাই লাভ ট্যাক্স কিন্তু পুরোপুরিই দিতে হইবে। একেই বলে নায়ে কড়ি দিয়ে ডুবে পার।

বসিরহাটে ভ্রাতৃহত্যা।

—০—

গোপালপুরের পূর্ণচন্দ্র হালদার এবং বঙ্কুবিহারী হালদার বৈমাত্রেয় ভাই। ইহারা দুই জনেই বলশালী। কয়েক লক্ষ টাকা মূল্যের পৈত্রিক সম্পত্তি লইয়া এই দুই জনের ভিতর কিছুদিন হইতে মামলা চলিতেছিল। অধিকাংশ মোকদ্দমাতেই বঙ্কুবিহারী জয় লাভ করিতেছিলেন। গত ১লা এপ্রেল বৈকালে তিনি বাড়ী ফিরিতেছিলেন। এমন সময় পূর্ণচন্দ্র এবং তাঁহার পুত্রদ্বয় তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া দা দ্বারা টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছে। পুলিশ হত্যাকারিদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ছেলে বৌয়ের বশ বলিয়া বৌকে হত্যা।

—:০:—

গত শুক্রবার আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ, বসি মুচিনী নাম্নী বর্ষীয়সী রমণীর প্রতি দশ বৎসরের জন্য সশ্রম কারাবাসের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। বসি তাহার ১৪ বৎসর বয়স্কা পুত্র বধূকে ভাতের সঙ্গে সেকো বিষ মিশাইয়া হত্যা করিয়াছিল। বসির পুত্র নাকি মাতার কথা না শুনিয়া তাহার স্ত্রীর কথাই বেশী শুনিত, এই জন্যই হিংসায় বসি বধূটিকে বিষ দিয়া মারিয়া ফেলে।

হজ যাত্রী।

—:০:—

এবার জুলাই মাসের মাঝামাঝি মুসলমানদিগের হজ তীর্থের সময় পড়িয়াছে। এখন হইতেই যাত্রীর ভির লাগিয়াছে বিলক্ষণ। গত ১১ই এপ্রিল ৭৪০ জন যাত্রী লইয়া একখানি জাহাজ বোম্বাই হইতে জেড্ডা যাত্রা করিয়াছে। জাহাজ খানির নাম 'সুষ্টার'। টর্ণার মরিসন কোম্পানীর জাহাজ 'জেড্ডা' আগামী ৩০শে এপ্রেল নাগাইদ এবং 'কোইট' আগামী ১২ই মে নাগাইদ হজ যাত্রী লইয়া বোম্বাই হইতে ছাড়িবে। প্রথম শ্রেণীর যাতায়াত ভাড়া ৫৫০৲ পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর যাতায়াত ভাড়া ৪৫০৲ চারিশত পঞ্চাশ টাকা. সেলুন যাতায়াত ভাড়া ৩৫০৲ তিনশত পঞ্চাশ টাকা; ডেক যাতায়াত ভাড়া ১৭৫৲ একশত পঁচাত্তর টাকা। আহারের জন্য পৃথক ব্যবস্থা।

পুরস্কার বিতরণ।

—০—

গত ৮ই এপ্রিল মুর্শিদাবাদ-নিমতিতার জমিদার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার বীরভূমের জমিদারীতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। এবার তিনি ভূস্বামীরূপে আসেন নাই। বীরভূম জেলার অধীন রামপুরহাট মহকুমার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত চিতুরী নামক—একখানি ক্ষুদ্র পল্লী জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত। চিতুরীতে একটী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণী সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবার জন্যই তিনি অসুস্থ শরীরে কষ্ট স্বীকার করিয়া সুদূর নিমতিতা হইতে তাঁহার জমিদারীতে আগমন করিয়াছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বিদ্যোৎসাহী, সাহিত্যানুরাগী ও সজ্জন ব্যক্তি। তাঁহার স্বভাব সরল, তিনি পরদুঃখকাতর ও প্রজারঞ্জক ভূস্বামী। ইহা বলিলে বেশী বলা হইবে না একমাত্র পারিতোষিক বিতরণ জন্য জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার জমিদারীতে আগমন করিয়া স্বকীয় প্রজাপ্রীতির এক উজ্জ্বল মহনীয় আদর্শ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আমরা ভগবানের নিকট তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি। তিনি এই দরিদ্র পল্লীতে আগমন করিয়া যাহা দেখাইয়া গেলেন, যাহা করিয়া গেলেন এতদঞ্চল তাহা কখনও ভুলিতে পারিবেনা। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ে তাঁহার মধুময় পুণ্য স্মৃতি চির জাগরূক রাখিব। সভাস্থলে জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ নিজ বদান্যতার পরিচয় প্রদান করিয়া এতদঞ্চলের অধিবাসীগণের অশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। তিনি এই দরিদ্র বিদ্যালয়ে এক কালীন ৫০৲ টাকা এবং সম্ভব মত মাসিক সাহায্যের ব্যবস্থা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া গিয়াছেন। গত বৎসরও জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণের জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী জমিদার মহাশয় এই সময়ে এই বিদ্যালয়ে প্রাইজ দিতে আসিয়া এককালীন্ ৫০৲ এবং বৎসর বৎসর প্রাইজের জন্য ৫৲ টাকা করিয়া দিয়াগিয়াছেন। ইহা ব্যতীত আরও দুই চারিবার তাঁহারা এই বিদ্যালয়কে এককালীন অর্থ সাহায্যে উপকৃত করিয়াছেন। তাঁহাদের এই দানের জন্য আমরা সর্ব্বদা তাঁহাদের উভয় সহোদরের নিকট হৃদয়ের অকৃত্রিম অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ভগবান এই মহাপ্রাণ ভ্রাতৃদ্বয়কে চিরকাল পবিত্র সৌভ্রাত্র সুখের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ রাখিয়া প্রজারঞ্জন খ্যাতির সহিত সংসারে সর্ব্বপ্রকার সুখৈশ্বর্য্যের অধিকারী করুন ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

শ্রীননীধর মুখোপাধ্যায়।
চিতুরী।

বিজ্ঞাপন।

—০—

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে শঙ্করলাল পারখ, যিনি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জঙ্গিপুর কুঠীর কার্য্যকর স্বরূপে আমাদের চাকরী করিতেছিলেন তাঁহাকে উক্ত কার্য্য হইতে বরখাস্ত করা হইল এবং তাঁহার সমস্ত আমমোক্তার নামার ক্ষমতা নষ্ট হইলক অতএব সর্ব্বসাধারণকে অনুরোধ করা যাইতেছে তাঁহার সহিত আমাদের নামে কোন কারবার করিবেন না। ইতি।

নগিনদাস ফুলচাঁদ চিনাই।
রেশম ব্যবসায়ী, বোম্বাই।

গুণেঅদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থানচ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।
৩ শিশি ২।০ ভিঃ পিতে ২৷৶০

দ্রষ্টব্য।

শিশি, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় অদ্য তারিখ হইতে বাধ্য হইয়া এক গ্রোস জবাকুসুম তৈলের মূল্য ১০৮৲ একশত আট টাকা, ডজনের মূল্য ৯৷৷০ সাড়ে নয় টাকা ও তিন শিশির মূল্য আড়াই টাকা ৵০ শিশির মূল্য ৩।০ টাকা ধার্য্য করা হইল। এক শিশির মূল্য এক টাকা রহিল।

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নশুক্রাদি উপসর্গ ত্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৷৶০

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দূরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্য দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৷৶০

অম্লপিত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলাকে অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ টাকা ভিঃ পিতে ১৷৶

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড।
ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ
২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ

সর্ব্বমন্যং পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ।
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিনাম্॥ ১;
চরক সংহিতা

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন করা কর্ত্তব্য শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

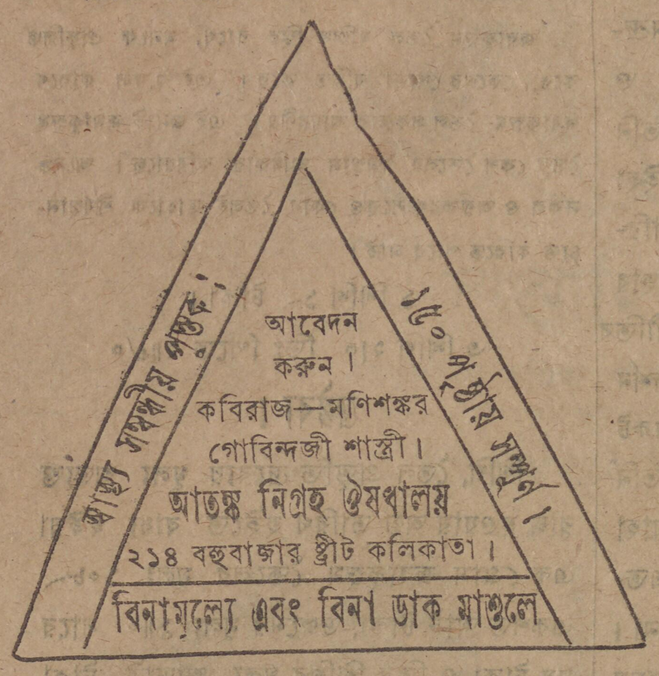

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক!
১৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

আবেদন করুন।
কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিনামূল্যে এবং বিনা ডাক মাশুলে

১—দীর্ঘায়ু
২—স্বাস্থ্য
৩—শক্তি

এই তিনটী জিনিস লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, আত্মকৃত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে

এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পারিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যাত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে।

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইলেক্ট্রিক সলিউসন্

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের এক শিশি ঔষধের মূল্য মায় মাশুল ১।৶০ আনা।

সোল এজেন্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-কনের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৷৷৵০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৷৷৵০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৷৶০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৶০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷৷০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶০ এক টাকা তিন আনা

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহকৃত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ৷৷০ আট আনা, মাশুলাদি ।৶০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।
রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় খাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে শ্রীবিভূতিভুষণ দে।
রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটীজঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

ডাঃ এন, এল, পালের
সুদর্শন সার।
(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷৶০ দশ আনা

ডাঃ নন্দলাল পাল
রঘুনাথগঞ্জ